দৈনিক বাংলা

তারিখ 01 JUL 1989
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

গ্রামীণ কারিগরী বিদ্যালয়

খায়রুল আনোয়ার

গ্রামের বুকে একটি বিদ্যালয়। বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা শিশু-কিশোরী আবার এদের বাবা-মা অর্থাৎ বয়স্করাও এ বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী হয়ে আসেন। বিদ্যালয়টি সকাল থেকে বিকাল অবধি খোলা থাকে। ছাত্রছাত্রীদের বিদ্যালয়ে আসা-যাওয়ার কোন ধরাবাধা নিয়ম নেই। কেউ কেউ হয়তো সকালে এসে লেখা পড়া শেষে মাঠে বা বাড়িতে বাবা-মার সংগে কাজে চলে যায়। আবার অনেকে আসে কাজের শেষে বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করতে।

বিদ্যালয় এবং এর ছাত্রছাত্রীরা যেমন ব্যতিক্রম ধরনের, তেমনি ভিন্ন প্রকৃতির এ বিদ্যালয়ের শিক্ষার বিষয়ও। শিশু-কিশোররা লেখাপড়া শিখছে। বয়স্ক অনেকে স্বাক্ষর, চিঠি লেখা অথবা তার ব্যবসা চালানোর মতো হিসাব-নিকাশ করা বিদ্যা টুকু শিখে নিচ্ছেন। মহিলারা পোশাক তৈরি শিখছেন। কাঠের কাজ, প্যাওয়ার পাম্প মেরামত, সাবান, মোমবাতি বানানো এসবও আছে শিক্ষার বিষয় হিসাবে। শুধু এ বিষয়গুলোই শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত নয়। মৌমাছি বা হাঁস মুরগী পালন খাদ্য প্রক্রিয়াজাত করণ, মাছ চাষ, সবজি-বাগান করা ইত্যাদি বিষয়ও বিদ্যালয়ের শিক্ষার বাইরে নয়।

এক কথায় বলা যায়, এ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে গ্রামের ভূমিহীন মানুষের জন্যে। অর্থাৎ গ্রামের ভূমিহীন মানুষ ভিটেমাটি ছাড়া যাদের আর কোন সম্পদ নেই তারাই এ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী। পাঠক্রম হিসাবে বেছে নেয়া হয়েছে এসব মানুষের জন্য জীবনাশ্রয়ী সাধারণ ও কারিগরি বিষয়কে। ব্যতিক্রম ধর্মী এ বিদ্যালয়ের নাম গ্রাম কারিগরি বিদ্যালয়।

বিজ্ঞান গণশিক্ষাকেন্দ্রের চিন্তা-ভাবনার ফল এই কারিগরি বিদ্যালয়। কেন্দ্রের গ্রামীণ প্রযুক্তি প্রকল্পের অধীনে পরীক্ষামূলক ভাবে গ্রামীণ কারিগরি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়। প্রথম বিদ্যালয়টি চালু হয় ১৯৮১ সালে টাংগাইলের সুরুজগ্রামে। এরপর আরও তিনটি জেলার গ্রামে কারিগরি বিদ্যালয় চালু করা হয়েছে। ১৯৮৩ সালে গাজীপুর জেলার শ্রীপুরের কায়েতপাড়ায়। এরপর চট্টগ্রাম জেলার চন্দ্রলাইশের সাতবাড়িয়ায় এবং সবশেষে চলতি বছরে রংপুর জেলার পীরগাছার দেউতী গ্রামে। এসব বিদ্যালয় স্থাপন করেছে বিজ্ঞান শিক্ষা কেন্দ্র।

কোন কারণ তাদেরকে কারিগরি বিদ্যালয়ের শিক্ষার প্রতি উদ্বুদ্ধ করছে এ প্রশ্নের জবাবে উদ্যোক্তারা বলেছেন অর্থনৈতিক বিষয়ই কারিগরি বিদ্যালয়ের প্রতি ভূমিহীনদের টানছে। বিদ্যালয় যেমন ভূমিহীনদের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখে তার শিক্ষাদানের পাঠক্রম নির্ধারণ করেছে, তেমনি ভূমিহীনরাও এর মাঝে তাদের উপার্জনমূলক কাজের জন্যে সুযোগ বা পথ খুঁজে পেয়েছে। আর এই সুযোগ ভূমিহীনরা পাচ্ছেন স্থানীয়ভাবে।

এছাড়াও কারিগরি বিদ্যালয় স্থানীয় গ্রামবাসিদের প্রয়োজনীয় কারিগরি মেরামত রক্ষণাবেক্ষণ এবং সহজ কারিগরি জ্ঞান লাভের একটি কেন্দ্র হিসাবেও কাজ করে। বিদ্যালয়ের পাঠক্রমের তিন বছর মেয়াদী দুটি অংশ আছে। এর একটি হচ্ছে জীবনাশ্রয়ী সাধারণ শিক্ষা অপরটি কারিগরি শিক্ষা।

কারিগরি বিদ্যালয়ের সাফল্যকে আরো ছড়িয়ে দেয়ার জন্য এদের প্রত্যেকটিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে ২০টির মতো মৌলিক বিদ্যালয়। ভূমিহীন পরিবারগুলো তাদের বাড়িতে নিজেরাই গড়ে তুলেছে ছোট ছোট শিক্ষায়তন—এই মৌলিক বিদ্যালয়। এক জন মাত্র শিক্ষকের পরিচালনায় কারিগরি বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানে এগুলো বসে। এখানে প্রধানত শিশুদের সাক্ষরতার প্রতিই জোর দেয়া হয়। এছাড়া সাধারণ ও কারিগরি শিক্ষার সহজতর অংশগুলো মৌলিক বিদ্যালয়েও অনুশীলিত হয়। এখান থেকে আগ্রহীরা চলে যায় কারিগরি বিদ্যালয়ে আরো ভাল অনুশীলনের জন্য।

কারিগরি বিদ্যালয় সাধারণ শিক্ষার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছেঃ সাক্ষরের ব্যবস্থার, অংক, ড্রইং ও নকশা, স্বাস্থ্য, উদ্ভিদ, যন্ত্র, দেশ এবং সমাজ সম্পর্কিত। উপার্জনমূলক শিক্ষার মধ্যে আছে বৈদ্যুতিক ও যান্ত্রিক বিষয়, ধাতুর কাজ, কাঠের কাজ, সেলাই, মৌমাছি পালন, মাছ চাষ, প্রাকৃতিক রং, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, সবজিবাগান, হাঁস-মুরগীর ও পশু পালন ইত্যাদি।

কারিগরি বিদ্যালয় সারাদিন খোলা থাকে। কারণ এ বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীরা সনাতন আর দশটা বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীর মত নয়। মানুষরা উপার্জনমূলক কর্মকান্ড এবং শিক্ষাকে একীভূত করে দিয়েছে গ্রামীণ কারিগরি বিদ্যালয়। তাই যে মানুষটির একেবারেই ছোটখাট একটি হাঁস-মুরগীর খামার আছে সেটি যাতে সম্প্রসারিত বা লাভজনক হয় সেই শিক্ষা যেমন বিদ্যালয় দেয়, তেমনি প্রযুক্তি সরবরাহের মাধ্যমে তাতে সহায়তা দেয়। টিউবওয়েল বা বৈদ্যুতিক মেরামতের কাজ শিখছে কিশোর ও তরুণরা। পেশাদারী মনোভাব নিয়ে মহিলারা পোশাক তৈরি, এম্ব্রয়ডারী, উল বুনন ইত্যাদি শিখে নিচ্ছেন। ছাত্ররা হাতিয়ার নিয়ে বিভিন্ন রকম ওয়ার্কশপে প্র্যাকটিস করে থাকে। ভূমিহীন পুরুষ মহিলা এবং তাদের সন্তানদের এমনিভাবে প্রযুক্তিগত বিদ্যা অর্জনের সহায়ক শক্তি এই কারিগরি বিদ্যালয়। এছাড়া অক্ষরজ্ঞানহীন মানুষটি তার ব্যবসার সুবিধার জন্যে হিসাব নিকাশ এবং চিঠি লেখার মত লেখাপড়া কারিগরি বিদ্যালয়েই শিক্ষা নিচ্ছেন।

বিদ্যালয় সপ্তাহের ছয়দিন খোলা থাকে। সাপ্তাহিক হাটের দিনে কারিগরি বিদ্যালয় বন্ধ থাকে। কারিগরি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক একজন ডিপ্লোমা ইঞ্জিনীয়ার। শিক্ষকদের মাঝেও আর একজন ডিপ্লোমা ইঞ্জিনীয়ার থাকেন। মহিলা প্রশিক্ষিকা আছে। কারিগরি বিদ্যালয়ে প্রযুক্তিগত শিক্ষাদানে যেসব সরঞ্জাম ও উপকরণ দরকার হয় সবই আছে। এমনকি বিদ্যালয়ের ভূমিহীন যে সকল পুরুষ বা মহিলা শিক্ষার্থী উপার্জনমূলক কর্মকান্ডে নিয়োজিত তাদেরকে প্রয়োজন অনুসারে উপকরণ বা সরঞ্জাম সরবরাহ করে কারিগরি বিদ্যালয়। কোন কোন ক্ষেত্রে গ্রামীণ ব্যাংক ঋণ সুবিধা দিয়ে থাকে।

গ্রামীণ কারিগরি বিদ্যালয়ের পাঠক্রম ও কার্যক্রম পরীক্ষামূলকভাবে পরিকল্পিত। প্রকল্পের অগ্রগতির সংগে সংগে এই পাঠ্যসূচী বা কার্যক্রম পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা হয়।

চার জেলার প্রতিষ্ঠিত চারটি কারিগরি বিদ্যালয়ের মধ্যে সবচেয়ে আগে স্থাপিত হয়েছে টাংগাইলের সুরুজের কারিগরি বিদ্যালয়। সাত বছরে এ বিদ্যালয় থেকে প্রযুক্তিগত বিভিন্ন বিষয়ে বিদ্যা অর্জন করে গ্রামের বেশ কিছু কিশোর-কিশোরী এখন স্বাবলম্বী হয়ে জীবন-যাপন করছেন।

বৈদ্যুতিক মেরামত ও পাওয়ার পাম্পের কাজ শিখে অনেক কিশোর বা তরুণ রোজগারে নেমে গেছে। বাড়িতে বসে মহিলাদের তৈরি করা পোশাক (মূলত গ্রামে মহিলা ও মেয়েদের জন্যই তৈরি) বিক্রি হয় গ্রামের হাট-বাজারে। সুরুজের কারিগরি বিদ্যালয়ের সাফল্য বিজ্ঞানী গণশিক্ষা কেন্দ্রের কর্তৃপক্ষকে উৎসাহিত করেছে। এ সাফল্য তাদেরকে আরও তিনটি জেলায় কারিগরি বিদ্যালয় চালু করতে উদ্বুদ্ধ করেছে। সুরুজের পথ ধরে অন্য তিনটি বিদ্যালয়ের কার্যক্রমও এগিয়ে চলছে।

গ্রামীণকারিগরি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে বিজ্ঞান গণশিক্ষা কেন্দ্রের নির্বাহী পরিচালক প্রফেসর মুহাম্মদ ইব্রাহীম বলেনঃ এ বিদ্যালয় প্রচলিত শিক্ষার এক ধরনের বিকল্প। সনাতন শিক্ষার বাইরে বেশীর ভাগ ছেলেমেয়ে থেকে যাচ্ছে। বিশেষ করে যারা সুবিধা বঞ্চিত। তাদের জন্য যদি তেমন কোন ব্যবস্থা না করা যায় তবে তারা তো শিক্ষার মধ্যেই ঢুকতেই পারছে না। এছাড়া আমরা মনে করি শিক্ষামূলত প্রযুক্তি। এ শিক্ষার উপায় বা উপকরণ কি হতে পারে তারই একটি পরীক্ষামূলক প্রয়াস গ্রামীণ কারিগরি বিদ্যালয়। গ্রামের ভূমিহীন কারিগরি বিদ্যালয়ে ভূমিহীন বা খেটে খাওয়া মানুষের জীবন সংগ্রাম এবং শিক্ষা একটির সংগে অন্যটির মিল থাকতে হবে। একটিকে হতে হবে অন্যটির পরিপূরক।

—গ্যানোল-পিআইবি ফিচার।